بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৯ই মে, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনার ধারাবাহিকতায় মূতা'র যুদ্ধাভিযানের ঘটনা বর্ণনা করেন এবং পরিশেষে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আই.) বলেন, মূতার যুদ্ধের সময় যখন মুসলমানরা রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন, তখন একজন রোমান সৈনিক মুসলমানদের মল্লযুদ্ধের জন্য আহ্বান করেছিল। একজন ইয়েমেনি মুসলমান এগিয়ে গিয়ে রোমান সৈনিকের ঘোড়ার পায়ের শিরা কেটে দেন, তাকে হত্যা করেন, এরপর তার বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র করতলগত করেন। যখন মুসলমানরা যুদ্ধে জয়লাভ করেন, হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) সেই ব্যক্তিকে ডেকে পাঠান এবং তার কাছে যা ছিল তা যুদ্ধের মালে গণিমতের মধ্যে জমা করার নির্দেশ দেন। হযরত অউফ (রা.) হযরত খালিদ (রা)-কে জানান, আল্লাহ্‌র নির্দেশ হলো, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ শত্রুকে পরাজিত করা ব্যক্তির জন্য। হযরত খালিদ (রা.) বলেন, তিনি বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু ইয়েমেনি ব্যক্তির নেওয়া গনিমতের মালকে তিনি অতিরিক্ত মনে করেন।

এই বিষয়টি মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থাপন করা হলে, তিনি হযরত খালিদ (রা.)-কে নির্দেশ দেন, যেন গণিমতের মাল ইয়েমেনি মুসলমানকে ফেরত দেওয়া হয়। এই নির্দেশের পরে, হযরত অউফ (রা) হযরত খালিদ (রা.)-কে টিপ্পনি কেটে বলেন, আমি আগেই তোমাকে এ বিষয়ে বলেছিলাম আর আমি সঠিক ছিলাম। কিন্তু মহানবী (সা.) এটা শুনতে পেয়ে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। বিষয়টি আবার মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থাপন করা হলে, তিনি রাগান্বিত হন এবং হযরত খালিদ (রা.)-কে নির্দেশ দেন— তিনি যেন গণিমতের সম্পদ ইয়েমেনি মুসলমানকে ফেরত না দেন। তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য এমনটি করেছিলেন যে, আমার নিযুক্ত নেতার সম্মান করা উচিত।

হুযূর (আই.) বলেন, মূতার যুদ্ধের সময় গণিমত হিসেবে প্রাপ্ত একটি আর্থট মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল, যা হযরত জাবির (রা.)-র মতে, পরে তাকে দেওয়া হয়েছিল।

হুযূর (আই.) বলেন, হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-র মতে, তিনি মূতা যুদ্ধের সময় নয়টি তরবারি ভেঙেছিলেন। উল্লেখ আছে, এই যুদ্ধে ৩,০০০ মুসলমান ছিলেন, যেখানে রোমানদের সংখ্যা ছিল দুই লক্ষাধিক। মুসলমানরা যে যুদ্ধের গণিমত পেয়েছিলেন এটি একথার একটি স্পষ্ট প্রমাণ যে, তারা এই যুদ্ধে অবশ্যই বিজয়ী হয়েছিলেন।

হুযূর (আই.) বলেন, যেদিন হযরত জাফর (রা.) শাহাদত বরণ করেন, সেদিন মহানবী (সা.) হযরত জাফর (রা.)-র ছেলেদেরকে তাঁর কাছে আনতে বলেন। তিনি (সা.) তাদেরকে নিজের কাছে টেনে নেন এবং কাঁদতে শুরু করেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি হযরত জাফর (রা.) সম্পর্কে কোনো দুঃসংবাদ পেয়েছেন কিনা? মহানবী (সা) উত্তরে বলেন, হযরত জাফর (রা.)-কে শাহাদতের মুকুট পরানো হয়েছে। মহানবী (সা.) তারপর অন্যদের নির্দেশ দেন যেন হযরত জাফর (রা.)-র বাড়িতে খাবার পাঠানো হয়, যেহেতু তার পরিবার শোকে মগ্ন ছিল।

হুযূর (আই.) বলেন, মহানবী (সা.) তাঁর মিম্বরে দাঁড়িয়ে লোকেদের হযরত যায়েদ (রা.), হযরত জাফর (রা.) এবং হযরত ইবনে রওয়াহা (রা.)-র শাহাদত সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি

এই সংবাদ সেদিনই দেন যেদিন এটি ঘটেছিল, যদিও তিনি স্পষ্টভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কোনো বার্তা পাননি; তবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এ বিষয়টি তাঁর কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল। মহানবী (সা.) তারপর লোকেদের আরো জানান যে, ইসলামের পতাকা আল্লাহ্‌র তরবারিগুলির মধ্য হতে একটি তরবারি দ্বারা উত্তোলন করা হয়েছে। আরেক বর্ণনা অনুযায়ী, একজন বার্তাবাহক সংবাদ দিতে এসেছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, তিনিও সেই সংবাদ সম্পর্কে অবগত। মহানবী (সা.) প্রথমে শাহাদত সম্পর্কে সংবাদ দেন, তিনি বলেন, একটি স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে তিনি এই সংবাদ দিয়েছেন। এরপর যে ব্যক্তি সংবাদ এনেছিলেন তিনিও নিশ্চিত করেন যে, মহানবী (সা.) যা দেখেছেন এবং বলেছেন তা একেবারে সঠিক বলেছেন।

হুযূর (আই.) হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)-র উদ্ধৃতির আলোকে ব্যাখ্যা করেন যে, যখন এই যুদ্ধে শহীদদের সংবাদ মদীনায় পৌঁছত, পরিবারগুলি ইসলামি শিক্ষার আলোকে নির্ধারিত সীমার মধ্যে শোক পালন করত। একইভাবে, মহানবী (সা.) বলেন, 'জাফরের জন্য কাঁদার তো কেউ নেই।' এটি জাফরের জন্য কাঁদার নির্দেশ ছিল না; বরং, এটিও কেবল শোকের প্রকাশ ছিল, যেন স্বীকার করা হয় যে, জাফর (রা)ও শহীদদের মধ্যে ছিলেন, তবু যখন মহানবী (সা) কাঁদেননি, অন্যদেরও কান্নাকাটি করা উচিত নয়। এটাই মহানবী (সা.) জানাতে চেয়েছিলেন। মুসলমানরা এটা শুনে তাদের বাড়ি গিয়ে তাদের স্ত্রীদের বলেন যে, নিজের বাড়িতে বসে কাঁদার পরিবর্তে, তারা জাফর (রা.)-র বাড়িতে গিয়ে কাঁদুক। যখন মহানবী (সা.) একথা শোনেন, তিনি জিজ্ঞাসা করেন কী হয়েছে। তখন মুসলমানরা উত্তর দেন যে, তারা তাদের স্ত্রীদেরকে জাফর (রা.)-র বাড়িতে কাঁদতে পাঠিয়েছেন যাতে তিনি (সা.) যা বলেছিলেন তা পূরণ করা যায়। মহানবী (সা.) বলেন, তিনি যে একেবারে এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন তা নয়, এবং নির্দেশ দেন, মহিলাদের কান্নাকাটি বন্ধ করতে বলা হোক। মহানবী (সা.) তাঁর এই বক্তব্যে সবাইকে এটা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, যেমনটি তিনি করেছিলেন, অন্য সবারও সেভাবেই ধৈর্য প্রদর্শন করা উচিত। যখন একজন মুসলমান সেই মহিলাদের কান্নাকাটি বন্ধ করতে বলতে গেলেন, তারা বলেন যে, তারা বন্ধ করবেন না কারণ তারা শুনেছেন, মহানবী (সা.) কী বলেছিলেন। যখন সেই মুসলমান মহানবী (সা.)-কে জানালেন, তখন তিনি উত্তরে বলেন, **'তাদের মাথায় ধূলো ঢেলে দাও।'** এটি একটি আরবী প্রবাদের আক্ষরিক অনুবাদ, যার বাস্তব অর্থ হলো, 'তাদেরকে তাদের মতো থাকতে দাও'। তবে, সেই মুসলমান পুরুষ রূপক কথাটি বুঝতে পারেননি, বরং বাস্তবেই মহিলাদের মাথায় ধূলো ঢালতে শুরু করেন। এরপর হযরত আয়েশা (রা.)-কে ব্যাখ্যা করতে হয় যে, মহানবী (সা.)-এর উক্তিটি আসলে একটি রূপক ছিল, এমন কিছু নয় যা আক্ষরিকভাবে নেওয়া উচিত। এথেকে বোঝা যায় যে, কখনো কখনো লোকেরা রূপক কথাবার্তা বোঝেন না এবং সেগুলোকে আক্ষরিকভাবে নেন। এক্ষেত্রে, একজন পুরুষ বুঝতে পারেন নি, কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর প্রজ্ঞার আলোকে বুঝেছিলেন এবং তাকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল। একই সময়ে, এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, সাহাবীদের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর প্রতি কত গভীর ভালোবাসা ও আনুগত্য ছিল।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বর্ণনা অনুযায়ী, এই যুদ্ধের সময় ১২ জন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। এটি একটি অলৌকিক ঘটনা, যে দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে সংখ্যার বিশাল পার্থক্য সত্ত্বেও, মুসলমানরা এত কম সংখ্যায় শহীদ হয়েছিলেন, অথচ শত্রু বাহিনীর অনেক সৈন্য নিহত হয়েছিল এবং তাদের বাহিনী শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছিল।

হুযূর (আই.) বলেন, যখন মুসলমান সেনাবাহিনী মদীনায় ফিরে আসে, তখন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা তাদের অভ্যর্থনা জানান। মদীনায় কিছু মুসলমান মনে করেছিলেন, এই সেনাবাহিনীর এভাবে মদীনায় ফিরে আসা উচিত ছিল না, তাদের সবারই যুদ্ধে শহীদ হওয়া উচিত ছিল। কেউ কেউ তাদের ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, তারা পলায়নকারী। মহানবী (সা.) তাদের বলেন, এই মুসলমানরা পলায়নকারী নন, বরং তারা এমন মানুষ যারা ঘুরে দাঁড়িয়ে পাল্টা আক্রমণ করেছিলেন।

এরপর হুযূর (আই.) হযরত আমর বিন আল-আ'স (রা)-র অভিযানের উল্লেখ করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, এরপর হযরত আমর বিন আল-আ'স (রা.)-র অভিযান নামে একটি অভিযান হয়েছিল, যা ৮ম হিজরীর জমাদীউল্ সানীতে সংঘটিত হয়েছিল। মহানবী (সা.) সংবাদ পেয়েছিলেন, বনু খুজা'আ গোত্রের একটি দল মদীনার প্রান্তে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের আটকাতে মহানবী (সা.) হযরত 'আমর বিন আল-আ'স (রা)-কে ৩০০ মুসলমান সেনার একটি দলের নেতা নিযুক্ত করেন। মহানবী (সা.) হযরত আমর (রা.)-কে একটি সাদা পতাকা এবং একটি কালো পতাকা প্রদান করেন। সেনাবাহিনী রাতে ভ্রমণ করত এবং দিনে লুকিয়ে থাকত, যতক্ষণ না **সালাসিল** নামক একটি সুপরিচিত স্থানে পৌঁছায়। সেখানে পৌঁছে, মুসলমানরা বুঝতে পারেন, শত্রু সেনাবাহিনীর সংখ্যা বেশ বড়ো। এমন পরিস্থিতিতে, হযরত আমর (রা.) সাহায্যের জন্য অনুরোধ পাঠান, যা মহানবী (সা.) মঞ্জুর করেন। হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)ও এই সেনাবাহিনীর অংশ ছিলেন। রাতে, মুসলমানরা উষ্ণ থাকার জন্য আগুন জ্বালাতে চাইলে হযরত আমর (রা.) তাদেরকে এমনটি না করার নির্দেশ দেন, এতে হযরত উমর (রা) রেগে যান। পরে, তিনি মহানবী (সা.)-কে ব্যাখ্যা করেন যে, তিনি এই নির্দেশ দিয়েছিলেন কারণ তিনি চাননি শত্রুরা তাদের প্রকৃত সংখ্যা বুঝতে পারুক, এবং এর ফলে অতিরিক্ত সাহায্য এনে মুসলমানদের আক্রমণ করুক। মহানবী (সা.) আমর (রা.)-র এই রণকৌশলের প্রশংসা করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, শত্রুসেনারা যেখানে জড়ো হয়েছিল সেখানে মুসলমান সেনাবাহিনী পৌঁছালে শত্রু সেনাবাহিনী পালিয়ে যায় এবং শুধুমাত্র একটি ছোট্টো দলের সাথে একটি সাধারণ যুদ্ধ হয় এবং সকল কাফিরকে হত্যা করা হয়। এরপর মুসলমানরা মালে গণিমত সংগ্রহ করে মদীনায় ফিরে আসেন।

এরপর হুযূর (আই) হযরত আবু উবাইদা বিন আল-জাররাহ্ (রা.)-র যুদ্ধভিযানের উল্লেখ করেন, যা ৮ম হিজরীর রজব মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এটি সীফুল্ বাহর (সমুদ্র তীরের) যুদ্ধভিযান নামেও পরিচিত, কারণ সাহাবীরা এই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে লোহিত সাগরের তীরে শিবির স্থাপন করেছিলেন। হযরত আবু উবাইদা বিন আল-জাররাহ্ (রা)-কে এই যুদ্ধভিযানের সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল, যা ৩০০ মুসলমান সেনা নিয়ে গঠিত ছিল। যার মধ্যে হযরত উমর (রা.)ও ছিলেন। এই যুদ্ধভিযান কুরাইশের একটি বাণিজ্য কাফেলা রক্ষা করার জন্য ছিল, যা জুহাইনাহ গোত্রের হুমকির মুখে ছিল। এটি হুদাইবিয়া চুক্তি অনুযায়ী ছিল। ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সেখানে যান নি এবং এই অভিযানের বিবরণে কোনো যুদ্ধের উল্লেখও নেই।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, আগামীতেও যুদ্ধের এই বিবরণী উল্লেখ করা হবে, যার মধ্যে মক্কা বিজয়ের মতো ঘটনাও রয়েছে। হুযূর বলেন, এই সিরিজটি দীর্ঘায়িত হয়েছে, কারণ তিনি তাঁর খুতবায় অনেক সময় প্রয়াতদের এবং বিভিন্ন শহীদের উল্লেখ করার জন্যও সময় নিয়েছেন। ভারত উপমহাদেশে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের নির্দেশনা সম্পর্কে

দোয়ার আবেদন জানিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, তিনি আবারও পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বাড়তে থাকা যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চান। আল্লাহ্ করুন সেখানে যেন শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় থাকে, কারণ বর্তমান যুদ্ধের অধুনা অস্ত্রশস্ত্র সাধারণ নাগরিকদের হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যেমনটি বর্তমান পরিস্থিতিতেও ঘটছে। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমাদের দোয়া করা উচিত যেন উভয় পক্ষ শান্তি প্রতিষ্ঠায় সম্মত হয় এবং বড়ো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে পারে।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এটাও মনে রাখা উচিত যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা সাধারণভাবে ইন্টারনেট, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং সংবাদ বার্তার মাধ্যমে, মানুষ স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করে এবং যা খুশি বলে, যার ফলে উপকারের চেয়ে বেশি ক্ষতি হয়। তারা তাদের নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী কথা বলে। আহমদীদের এমন কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত, কারণ এই অভিব্যক্তিগুলি উপকারের চেয়ে বেশি ক্ষতি করে। যদি আপনারা কিছু প্রকাশ করতেই চান, তাহলে তা শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা হওয়া উচিত। নিজের জীবনের শেষদিকে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) 'পয়গামে সুলাহ্' পুস্তিকা লিখেছিলেন। যাতে তিনি প্রকাশ করেছিলেন, পারস্পরিক শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় থাকা উচিত। প্রত্যেক আহমদীকে এজন্য চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত নিরীহ মানুষকে যুদ্ধের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করুন, আমীন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) এরপর বলেন, মনে হচ্ছে বড়ো বড়ো পরাশক্তি এই অগ্নিশিখাকে উসকে দিতে চাইছে, চাইছে যে, দুই পক্ষ লড়াই করুক এবং দুর্বল হোক এবং নিজেদের অস্ত্র বিক্রি বাড়তে থাকুক। আল্লাহ্ তাদের অনিষ্ট থেকে নিরীহ জনগণকে নিরাপদ রাখুন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) ফিলিস্তিনের মানুষের জন্যও দোয়া করতে আহ্বান জানিয়েছেন, যেন আল্লাহ্ তাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করেন এবং তাদেরকে নিজেদের ভূমিতে শান্তিতে বসবাস করার তৌফিক দান করেন, যদিও শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনো সম্ভাবনা সেখানে দেখা যাচ্ছে না। বরং তাদেরকে তাদের ভূমি থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা চলছে বলে মনে হচ্ছে। হুযূর আনোয়ার (আই.) দোয়া করেন, আল্লাহ্ যেন মুসলিম দেশগুলোকে সুবুদ্ধি দান করেন, যাতে তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। যদি তারা ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে। যদি বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, তাহলে যারা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করছে তারা ভ্রান্তিতে নিপতিত, কারণ এটি সবাইকে গ্রাস করবে, আল্লাহ্ সবাইকে এথেকে রক্ষা করুন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এসব সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসা। এ ছাড়া রক্ষা পাওয়ার অন্য কোনো পথ খোলা নেই। আল্লাহ্ সবাইকে এটি করার সামর্থ্য দান করুন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)